সন্দীপন চক্রবর্তী

আমার ক্যানভাস

রক্তের অনেক নীচে মাকড়সা ছড়িয়ে দেয় অন্ধকার জাল
কারা যেন সারারাত ফিসফিস করে কথা বলে
উলঙ্গ আবির ছুঁড়ে জয়ধ্বনি দেয়—
যে কোনও কান্নার পাশে ফেটে পড়ে তুমুল রোয়াব

তার আশেপাশে ঘোরে হাজার হাজার ঢোঁড়াসাপ
ভয় ভিক্ষা লোভ আর অপঘাতে মৃত স্বপ্ন ছুঁয়ে থাকে তাকে।
কবিতারও কাছাকাছি থাকে কিছু মসৃণ খোচড়
তারা নানা ভাংচি দেয়, তোল্লা দেয়, ঝামেলা পাকিয়ে তুলে হাসে

শব্দের ভিতরে তবু স্তব্ধতাকে ছুঁয়ে থাকে কেউ
আর সেই স্তব্ধতারও ভিতর যে গোপন টানেল,
সেখানে সমস্ত শব্দ ছিঁড়ে যায় সময়ের গোপন সন্ত্রাসে;
কাটা হাত, কাটা জিভ, গলে যাওয়া শিরদাঁড়া লাফ দিয়ে ওঠে—
সমস্ত বিশ্বাস ভেঙে তছনছ হতে হতে...আবার দাঁড়ায়

বাঁচব কীভাবে, বলো, কোনওই বিশ্বাস যদি না থাকে বিশ্বাসে?

মজনু শাহ

শব্দ

শব্দই অস্তিত্ব তার, বীজ, গর্ভঘুম, মেঘমালা—
কোনও বন্দী বুলবুল যত ধ্বনি তোমাকে পাঠায়
কোনও নটরাজ এই দ্যাবাপৃথিবীর কেন্দ্র ফুঁড়ে
উঠেছে যখন, ভাবো, সব আদি শব্দ মৃত্যুঞ্জয়ী;
গ্রহান্তরে তারা উড়ে যেতে যেতে পাখিদের ভাষা।
অতি ধূসরতা যদি শব্দরঙ মেনে নিতে পারো
যদি পুনর্বার চোখ মেলো এই গুহা-শহরের
মধ্যে ঢুকে, শুধু বিচ্ছুরণ, শুধু নৈঃশব্দ্য প্রণয়,
তুমি তারই অপেক্ষায় বুড়ো হয়ে গেলে বাস্তবিক
হাঁটার দূরত্বে চাইলে ঝর্ণা, কোনও বিখ্যাত নির্বোধ
যেভাবে সংকল্প করে যেরূপে সম্ভোগ করে শব্দ
সেই সুনির্মম পথ অপরূপ দস্যুমেঘেদের
ঝরাপাতার আসন বেছে নেয় গূঢ় কোনও ভাঁড়
আনারকলির মতো মরে যায় শব্দেরা তখন—

পার্থপ্রতিম ঘোষ

যতি

আজ যদি ঘরোয়া গঙ্গায় আনো
সমুদ্রলবণ, ঝোড়ো হাওয়া
আজ যদি ও অনামিকায় তোলো
গেরুয়া চন্দন আর অবশ দুপুর
ধুলো ওড়ে, বিষণ্ণ বিভায় কেউ
দাঁড় টানে, নক্ষত্রমালায় শুধু
নেমে আসে যতি, জেগে থাকে,
এই বুদবুদ জীবন, ধুলো।
মাঝে আনো এ কোন বিস্তার
খেজুরের সকাল, শীতঘুম।
আজ যদি লগ্ন করো এ জীবন,
ডানার পতন আর উড়ন্ত পালক
রাত্রি জুড়ে তবে এ কোন অরণ্য জাগে
আজ যদি বুকের পাথরে রাখো মুখ,
ছায়া নামে ঘরোয়া গঙ্গায়
সমুদ্র হাওয়ায় লাগে লবণবিষাদ।